Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 35
Website: https://tirj.org.in, Page No. 262 - 267
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, published on October 2024, Page No. 262 - 267
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

আশাপূর্ণা দেবী : নারী সত্তার প্রতীক

বৈশাখী দাস
Email ID : Baishakhid32@gmail.com

Received Date *21. 09. 2024*
Selection Date *17. 10. 2024*

Keyword
women entity, precincts, women empowerment, eloquent expression, unvarnished truth, equal.

Abstract
Ashapurna Devi is an embodiment of perfection of a woman in every detail. Women empowerment forms the kernel of her art of writing. Through she remains cooped up with in the four walls of her house and had no formal education, she was the rich seam of knowledge in terms of social education. With the deft touch of her creative thinking every female character has assumed great height. A hallo of identity surrounds her character and puts them on stilts. The character created by ashapurna Devi stand alone among others. Her prolific writing did not stand in the way of her domestic life. As a writer she danced to the beat of a different drummer. A flow of simplicity runs through her writing with elan. In her every story sordid reality in the row stares us in the face. In her writing the strain of Bengalee life finds eloquent expression which is dear to our heart. In the subject on the anvil ashapurna has glorified the female characters through her writing. Through her female characters in her novels she has brought out the best in women. It is an unvarnished truth that in her days she had created futuristic female characters Paving the way for women as to how to model themselves in the society (in future). That the mala and the female are created by the almighty and they are equal in his eyes and no one is no less than other resounds through her works. That the women should have a niche in the temple of honor forms the pith and marrow of her writing. Ashapurna has firsthand experience of the day to day precarious predicament of women. Their wretched condition has been portrayed without mincing matters. To quote her, what I have penned down has been closely watched from the precincts of a middleclass lifestyle. Not only hes she portrayed the life of middleclass women she has also exposed the umpteen number of problems be setting the modern women. In her works a innumerable problems of women comes to the fore but alongside she has guided them as to how to see light at the end of the tunnel. Many distinguished writers have attempted to poetry the life of women but ashapurna Devi was Poles apart. She was fully independent. Independence of women was the keystone of her writing.

Discussion

ভূমিকা : 'নারী' এই শব্দটি পৃথিবী সৃষ্ট থেকে 'সভ্য' মানব সমাজের আঙিনায় কখনও লাঞ্ছিত, অপমানিত, আবার কখনও আত্মপ্রত্যয়ী, দৃঢ়চেতা, স্বাধীন, স্বতন্ত্র প্রমূখ নানা ভঙ্গিমায় জাজ্বল্যমান। প্রকৃতি ও 'নারী' হল একই কয়েনের এপিঠ আর ওপিঠ, নারী কখনও প্রকৃতিময়ী, কখনও ভূমি লক্ষী আমাদের ভারতমাতাও 'নারী' শব্দটির এক সত্তা। সৃষ্টির ধারকও বাহক হল নারী। সাহিত্য সৃষ্টির সূচনা লগ্ন থেকে 'নারী' শব্দটি বারংবার বিভিন্ন লেখকের লেখনী ধারায় বিশ্লেষিত কিংবা সংশ্লেষিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, জীবনানন্দ প্রমূখ লেখকের সৃষ্টি রহস্যে নারী সর্বদা বর্তমান। এরকমই বাংলা সাহিত্যের স্নেহ বাৎসল্যময়ী, নারী সত্তার প্রতীকরুপী লেখিকা হলেন সকলের প্রিয় আশাপূর্ণা দেবী। পুরুষ শাসিত সমাজ সংসারে চার দেয়ালের মধ্যে আবদ্ধ থেকেও আশাপূর্ণা দেবীর কলমের স্পর্শ থেকে সৃষ্টি হয়েছে অসংখ্য নারী চরিত্র। সেইসব নারী চরিত্রগুলিকে সমাজের কাছে প্রতীক হিসেবে উপস্থাপিত করেছেন। মাত্র তেরো বছর বয়সে 'শিশুসাথী' পত্রিকায় আশাপূর্ণা দেবীর প্রথম রচনা প্রকাশিত হয়।

১৯০৯ থেকে ১৯৯৫ এর জীবনকালে তিনি পাঠক কুলকে উপহার দিয়েছেন প্রায় ১৭৬টি উপন্যাস, ৩০টি গল্প সংকলন প্রমুখ নানা বিষয়ে অজস্র গ্রন্থ। নারী সাহিত্যিকদের মধ্যে অন্যতম হলেন আশাপূর্ণা দেবী। প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষালাভের সৌভাগ্য থেকে আশাপূর্ণা দেবী ছিলেন বঞ্চিতা, তিনি নিজের মতো করে কলম ধরেছিলেন। আশাপূর্ণা দেবীর উপন্যাসে এবং ছোটগল্পেও নায়ক প্রায় সর্বদা নারী, তারা নায়িকা নয়, কাহিনীর কেন্দ্রীয় চরিত্র। অর্থাৎ তাদের ঘিরেই কাহিনী তৈরি হয়। সাধারণ থেকে অসাধারনত্বের পথে নারীর কথা, সংসার শব্দটির আসল অর্থ প্রতিষ্ঠায়নে নারীর কথা, সমস্ত প্রতিকূলতাকে জয় করা নারীর কথা প্রমূখ ছিল আশা পূর্ণা দেবীর কলমের কালি। এই কালির জোরে তিনি অর্জন করে নিয়েছিলেন জ্ঞানপীঠ পুরস্কার, পদ্মশ্রী, সাহিত্য একাডেমী ফেলোশিপ। আশাপূর্ণার প্রস্ফুটিত নারী হলেন নিত্য নৈমিত্তিক দৈনন্দিন জীবনের নারী। যাদের তিনি অনন্য রূপে রং দিয়েছেন। তাই নারীবাদী সাহিত্য বিষয়ে আলোচনার প্রসঙ্গ এলে প্রথমেই চোখের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে আশাপূর্ণা দেবীর নাম, তাঁর স্বামী কালিদাস গুপ্ত তাঁর লেখনী সৃষ্টিতে যথেষ্ট উৎসাহিত করেছিলেন। তাঁর অসাধারণ কালজয়ী নারী চরিত্র সত্যবতীর মধ্য দিয়ে আশাপূর্ণা দেবীর প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। তাঁর মানস কন্যা যদি 'সত্যবতী' হয়, তাহলে আশাপূর্ণা এই মানস কন্যার মধ্য দিয়ে কলমকে মাধ্যম করে সমাজ, সংসার ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন।

আশাপূর্ণার সাহিত্য কীর্তি যখন নবমুকুলিত তখন বাংলা সাহিত্য রসের আঙিনায় ছিল নানা নক্ষত্রের ভিড়, তাঁদের ক্ষুরধার লেখনী, চাক্ষুষ দৃষ্টির ঘেরাটোপ পেরিয়ে আশাপূর্ণা হয়ে ওঠেন সেই নক্ষত্র যা সবার হৃদয়ের অন্তস্থলে জাজ্বল্যমান। তাঁর লেখনী ধারা সমাজ ও নিয়ম কানুনের বেড়াজালকে পাল্টে দিয়ে এক অনন্য মাত্রা প্রদান করেছে। তাঁর ত্রয়ী উপন্যাস – 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' (১৯৬৫), 'সুবর্ণলতা' (১৯৬৬), ও 'বকুল কথা' (১৯৭৩) এর মধ্য দিয়ে তৎকালীন 'নারী' জাতির কথা যেমন তুলে ধরেছিলেন তেমনি নারীর স্বাধীনচেতা, আত্মপ্রত্যয়ী মনোভাবকে উনিশ শতকের অন্ধকারাচ্ছন্ন সমাজের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিলেন। তার বেশিরভাগ লেখাই লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য এবং সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বেরিয়ে সমস্ত অসমতা ও অবিচারের বিরুদ্ধে এক প্রতীকি কলম। তাঁর রচনা 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'তে তিনি লিখেছিলেন -

> "সমগ্র মেয়ে মানুষ জাতটার প্রতি নেই তেমন সম্ভ্রম বোধ, নেই সম্যক মূল্যবোধ।"[১]

তিনি অন্তর থেকে উপলব্ধি করেছিলেন আমাদের দেশের মেয়েদের করুন অবস্থা। তিনি এদের না বলা কথা কে প্রকাশ করেছিলেন তাঁর লেখনীর প্রবাহমানতায়। এই অসামান্য মানুষটি যেমন দায়িত্ব সহকারে সংসার করেছেন তেমনি অবসর সময়ে পাঠক সমাজকে দিয়ে গেছেন অসামান্য তাঁর সব সৃষ্টি। তেরো বছর বয়সে লেখনীর ধারার সূত্রপাত হয়েছিল যা চলেছিল ছিয়াশি বছর বয়স অবধি। সারা জীবনটা গৃহের অন্তঃপুরে থেকেও মেয়েদের স্বাধীন হওয়া এবং ঘরের চার দেয়ালের বাইরে যেতে বলেছেন। নারী ও পুরুষ সমান, তাদের মধ্যে নেই কোন ভেদাভেদ, নারী পুরুষের সমতুল্য, তা তিনি স্বরহীন হয়ে কলমের তীক্ষ্ণ ধারায় খাতার পাতায় সোচ্চারিত হয়েছিলেন।

আশাপূর্ণা দেবীর চিত্রিত নারী : আশাপূর্ণা দেবীর চিত্রিত নারী বলতে প্রথমেই যাদের কথা মনে আসে তারা হলেন- সত্যবতী, সুবর্ণলতা এবং বকুল। এই তিন নারী চরিত্রের মধ্যে 'সত্যবতী'র চরিত্র রক্তমাংসের গড়া যেন মহীয়সী নারী, সত্যবতীর চরিত্রের মধ্যে চেনাজানা বাস্তব জগতের নারীর প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়। এই তিন নারী চরিত্রকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে ত্রয়ী উপন্যাস। আশাপূর্ণা দেবীর মানস কন্যা সত্যবতীর চরিত্রের মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন প্রাত্যহিক জীবনে সংসারিক ঘানিতে পিষে যাওয়া অসহায় নারীদের আর্তনাদের প্রতিবাদের ধ্বনি শুনতে পেয়েছি, তেমনি অন্যদিকে নিজ সীমা সম্পর্কে ওয়াকিবহুল থেকেও এক স্বাধীন সত্তা আধুনিক মনস্কাসম্পন্না নারীর বিশ্লেষিত চিত্রও পাই। সত্যবতী ছিল আশাপূর্ণা দেবীর সবচেয়ে প্রিয় নারী চরিত্র। সত্যবতী চেয়েছিলেন তার সন্তানদের সুশিক্ষিত সভ্য সমাজের মানুষ করে তুলতে। উপন্যাসের শেষের দিকে আমরা দেখতে পাই আট বছরের মেয়ে সুবর্ণলতা কে সত্যবতীর অজান্তে তার শ্বশুরবাড়ি এবং স্বামী গৌরীদান (বিবাহ) করলে, এই অন্যায়ের প্রতিবাদে সে চিরদিনের মত স্বামীর সংসার ত্যাগ করতে পিছপা হয়নি। এই উপন্যাসে এক জায়গায় সত্যবতী বলেছেন -

> "এ সংসারে আর আস্ত থাকবার বাসনা আমার নেই ঠাকুরঝি।"[২]

সত্যবতী যেন আজকের দিনের আধুনিকা নারী। নারীর ক্ষমতায়ন ও স্বাধীনতার মূর্ত প্রতীক সত্যবতী।

প্রথম প্রতিশ্রুতির দ্বিতীয় খন্ডের নারী চরিত্র 'সুবর্ণলতা'। এই উপন্যাসে সুবর্ণ যেন সত্যবতীর জীবনের সত্যতা। খুব কম বয়সে মায়ের স্নেহ থেকে ছিল বিচ্ছিন্না। স্বামীর সুখ, ভালোবাসা তাঁর ভাগ্যে ছিল না। শ্বশুরবাড়িতে তাঁর যে কোনো অস্তিত্ব ছিল সে সম্পর্কে শ্বশুরবাড়ির লোকেরা ছিল নিস্পৃহ, সে ছিল কেবলমাত্র সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র। সত্যবতী অর্থাৎ মায়ের মতো সে ছিল আত্মপ্রত্যয়ী, একাকীত্ব আর অস্তিত্ব সংকটের যন্ত্রণাগুলোকে খাতার পাতায় সাক্ষী করে রাখতো। 'সুবর্ণলতা' ছিল আশাপূর্ণা দেবীর গঠিত ট্রাজিক নারী চরিত্র। 'সুবর্ণলতা' উপন্যাসে আশাপূর্ণা দেবী বলেছিলেন -

> "মেয়ে মানুষ যে পুরুষের 'পায়ের বেড়ি' 'গলগ্রহ' 'পিঠের বোঝা' উঠতে বসতে এসব কথা শোনবার সুখ কোথায় পাবে পুরুষ।"[৩]

'প্রথম প্রতিশ্রুতি' উপন্যাসে তৃতীয় খন্ডে বকুলের জীবন ছিল লক্ষ্যহীন, সে তার ভালোবাসার মানুষকে পেল না। সমাজের নিয়মের বেড়ার মধ্যে থেকে বকুলের ভালোবাসার মানুষটি পানিগ্রহণে উৎসুক হয়ে গেল। সত্যবতী সুবর্ণলতার মত বকুলের জীবন হল একাকিত্বের অবয়ব। মা এবং দিদিমার মত জীবনের নানা যন্ত্রণাকে সে প্রকাশ করতো খাতার পাতায়। এখানে বকুল ভেবেছে -

> "মানুষ মরে গেলেও কি তার সত্যি কোথাও অস্তিত্ব থাকে।"[৪]

আসলে এই তিন চরিত্র বিশেষত সত্যবতী ছিল আশাপূর্ণা দেবীর কল্পনাশ্রিত প্রতিফলন স্বরূপ। হয়তো নিজের জীবনের না পাওয়া আকাঙ্ক্ষা গুলোকে সত্যবতীর চরিত্রের মধ্য দিয়ে বলতে চেয়েছিলেন। এই তিন নারী চরিত্রের শেষ পরিণতি করুণাত্মক হলেও ব্যর্থ বলা চলে না। এরা নীরবে সমাজ ও সমাজের কলুষতা মিশ্রিত নিয়ম, মিথ্যা বনেদিয়ানার মুখোশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিলেন। তিনি ছিলেন নারী জাতির মুখপাত্র। তিনি দেখেছিলেন পারিবারিক জীবনে ছেলে এবং মেয়েদের মধ্যে মূল্যবোধের বড় বেশি তফাৎ, যা লেখিকাকে খুব বিদ্ধ করত। আশাপূর্ণ দেবী শুধু পুরুষ শাসিত সমাজ নয়, আঙুল তুলেছেন সেই সব নারীর প্রতি যারা নারী হয়েও নারীর শত্রু, যেমন এই ত্রয়ী উপন্যাসে সত্যবতী, সুবর্ণলতার শ্বশুরবাড়ির লোকজন, শাশুড়ি প্রমুখ। যারা পুরুষের অত্যাচার, অনাচার, অবিচারের প্রজ্জ্বলিত আগুনে ঘি নিক্ষেপ করেছেন।

'মিত্তির বাড়ি' উপন্যাসে আশাপূর্ণা দেবী দেখিয়েছেন, সমাজের বিধবা মেয়ে বেওয়ারিশ মালের সমান। এই কথার মধ্য দিয়ে সমাজে মেয়েদের বিধবা হওয়ার পর করুন দশা চিত্রিত। 'শশীবাবুর সংসার' উপন্যাসে সদ্য বিধবা হিন্দু নারী হয়ে উঠেছে মরুভূমির বালির সাদৃশ্য স্বরূপ। 'প্রেম ও প্রয়োজন' রচনায় আরতির সহ্য ক্ষমতা, নিজ সন্তানের মৃত্যুশোক এবং শেষ পর্যন্ত সে অখিলেশের (স্বামী) ঘর ছাড়ে, বেছে নেয় এক নতুন জীবন। আশাপূর্ণা দেবীর সৃষ্ট আরতি চরিত্র আরও একটু অনন্য, স্বতন্ত্র নারী চরিত্র আরতি চরিত্রের মধ্য দিয়ে দেখা যায় কষ্টের পরিভাষা যেমন মেয়েদের কাছে তুচ্ছ, তেমনি

সন্তানশোকে সে তীব্র প্রতিবাদী, ধিক্কার জানিয়েছে নিজ স্বামীকে। 'বলয়গ্রাস' উপন্যাসে 'টুনি' চরিত্রটি যেন ভিন্ন গোছের। সমাজ সংস্কারে টুনি অনাবশ্যক। ছোট্ট শিশু টুনি পরিণমন হয়ে লীলাতে পরিণত হয়েছে। নিজ আত্মসম্মানার্থে আমরা বারবার দেখি নিজ আশ্রয় ছেড়ে পথে নামা টুনিকে, পরবর্তী পর্যায়ে পরিণমিত লীলাকে। সমাজ, লোলুপ লোভাতুর দৃষ্টিতে লীলাকে বারংবার অপমান করেছে। 'শশীবাবুর সংসার' উপন্যাসে দেখতে পাই একালের আধুনিক মানসিকতা সম্পন্না নারী সুমিত্রা, রেখা এবং অন্নপূর্ণা, বিন্দুবাসিনী প্রাচীনত ঐতিহ্য, সংস্কারের দ্বাররক্ষী রমণীগণ, সুমিত্রা বুদ্ধিমতী এবং আত্মমর্যাদা সম্পন্ন এক নারী চরিত্র। নিজেকে স্বাধীন ভাবার মানসিকতায় চাকরি করতে মনস্থির করেন। তার মুখে শোনা যায় স্বাধীনচেতা নারীর উক্তি। সুমিত্রা একটি বলিষ্ঠ সাহসী চরিত্র। 'অতিক্রান্ত' উপন্যাসে আশাপূর্ণা দেবী শকুন্তলাকে করে তুলেছেন শিক্ষিতা, রুচিশীল সম্পন্না আধুনিক মনোভাবাপন্ন নারী। শকুন্তলাকে বলতে শোনা যায় যে, স্বামী অনায়াসে যদি তার প্রতি অবহেলা করতে পারে তাহলে সে কেন স্বামীর ঘর আঁকড়ে থাকবে, সে নিজের জীবন নিজে তৈরি করবে। এখানে শকুন্তলা চরিত্র সমস্ত সীমানা, বাঁধার অতিক্রমণকারী এক নারী, যে সমাজ, সংসারকে তুচ্ছ করে এগিয়ে গেছে। 'ছাড়পত্র' উপন্যাসে সুচেতা আত্মমর্যাদা সম্পন্ন নারী সে নিজের জীবনের চলার পথ নিজেই স্থির করতে চায়।

'উত্তরলিপি' উপন্যাসে নারী চরিত্র গিরিকলা, মহামায়া, কুলদীপের বিধবা সমাজ। 'প্রথম লগ্ন' উপন্যাসে নারী চরিত্র পূর্ণিমা, আলো প্রমুখ প্রত্যেকটি নারী চরিত্র আশাপূর্ণা নিজ স্বতন্ত্র কল্পনার মিশেলে অনবদ্য করে তুলেছেন। 'সমুদ্রনীল আকাশনীল' উপন্যাসে নারী চরিত্র শ্রাবণী কর্তব্য পরায়ণ। 'মুখররাত্রি' উপন্যাসের এক অসাধারণ চরিত্র সুখলতা। 'বহিরঙ্গ' উপন্যাসের নায়িকা নমিতা প্রমুখ প্রত্যেকটি চরিত্র তিনি তাঁর উপন্যাসে সুসজ্জিত করেছেন।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ অসাপূর্ণা দেবীকে 'সম্পূর্ণা' শব্দে ভূষিত করেছেন। সত্যিই তিনি পরিপূর্ণা। আলোচ্য উপন্যাসে উল্লেখ্য নারী চরিত্রগুলি যেন তাঁর ক্ষুরধার লেখনী, চাক্ষুষ বিবেচনা প্রবণ বুদ্ধিতে চরিত্রগুলি যেন আধুনিক জীবনে চোখে দেখা স্বাধীন নারী সত্তা। শুধু উপন্যাস নয়, ছোট গল্পে প্রতিষ্ঠিত নারী চরিত্রগুলি তাঁর ব্যক্তিসত্তার প্রতীক। পুঁথিগত শিক্ষায় হয়তো তিনি শিক্ষিত হতে পারেননি, কিন্তু তাঁর সামাজিক শিক্ষা ছিল প্রবল। ঘরের চৌহদ্দীর মধ্যে থেকে তিনি কলমকে করেছিলেন অস্ত্র। তাঁর জীবনের প্রতিটি অধ্যায় যেন তাঁর রচনায় পরিভাষিত পরিস্ফুটিত। তিনি অনন্যা তিনি নারী।

উপন্যাসের মতো আশাপূর্ণা দেবীর ছোটগল্প মধ্যবিত্ত ঘরোয়া মানুষের চেনা কাহিনীর সম্ভার, বাল্য থেকে বার্ধক্যে অনেক ঝড়-ঝঞ্ঝার কাহিনী বর্ণিত আছে তাঁর রচনায়। আর লিখিত অনেকগুলি ছোটগল্পের মধ্যে কয়েকটি আলোচ্য ছোটগল্পের দ্বারা আশাপূর্ণা দেবী ও নারী সত্তা এই দুইয়ের সম্পর্ক নির্ণয় করা যেতে পারে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় 'ছিন্নমস্তা' গল্পে আশাপূর্ণা দেবী ফুঁটিয়ে তুলেছেন নারী চরিত্রের আর এক দিক 'জননী'। স্বামী ও সন্তানকে ঘিরে তৈরি হয় নারীর জীবনের আর এক পর্ব। কিন্তু সময়ের গতিশীলতায় সম্পর্কের পরিণতি এক থাকেনা। স্বামীর অবর্তমানে সন্তান হয় নারীর একমাত্র অবলম্বন। কিন্তু সন্তানের উপর অধিকারহীনতা একজন মা অর্থাৎ নারীকে ফেলে দেয় নিঃসঙ্গতা ও একাকিত্বের গহ্বরে। এখানে আশাপূর্ণা দেবী নারীর চরিত্রের এক মনস্তাত্ত্বিক দিককে ফুটিয়ে তুলেছেন।

'নিবারণ চন্দ্রের শেষকৃত্য' গল্পে বয়স্কা হেমাঙ্গিনীর স্বামী নিবারণবাবু মারা যাওয়ার পর পুত্র, পুত্রবধূ, নাতির কাছে নিবারণবাবুর শেষকৃত্যে তার স্বামীর শেষ ইচ্ছার কথা প্রকাশ করতে কুণ্ঠিত বোধ করেন। এখানে হিমাঙ্গিনীর অস্তিত্ব যে সংসারে অচল হয়ে গেছে এখানে তা প্রকাশ পেয়েছে। বাবার শেষকৃত্যের আড়ম্বরে বৃদ্ধা মায়ের কথার না থাকে কোন দাম না সম্মান। গল্পের শেষে হেমাঙ্গিনীর উচ্চ প্রতিবাদ যেন সমাজের সংসারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনি। উপন্যাস আশাপূর্ণাকে সম্পূর্ণা করলেও ছোটগল্পই যেন তাঁর প্রথম প্রেম। তার লেখার উপজীব্য বিষয় কেবলমাত্র মানুষ। 'সীমারেখার সীমা' গল্পটি অশাপূর্ণা দেবীর একটি অনন্য সৃষ্টি। গল্পে উল্লেখিত এক বিবাহ বাসর, দাদার মেয়ের বিয়েতে যাতে কোন গন্ডগোল বা অমঙ্গল না হয়ে যায় তার জন্য পাগল স্বামী ক্ষিতিশের সবটুকু আগলে তিন তলার ঘরে চুপ করে বসেছিল ছবি। মেয়ে জন্মানো যেন বিধাতার অভিশাপ। দাদা সতীনাথ যখন কিছু না ভেবে এক পাগল ছেলের সঙ্গে ছবির বিবাহ দিয়েছিলেন সংসার ও সমাজের জাঁতাকলে ছোটবেলার ভালোবাসাকে বিসর্জন দিয়ে ছবি সমস্ত কিছু মেনে নিয়েছিল। এ যেন নারীর এক অনন্য রূপের দিক। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিজ স্বামীর শব আগলে রাখার জন্য দাদার মেয়ের বিবাহ বাসরে উপস্থিত না থাকার জন্য তাকে শুনতে হয়েছে নানা কটুক্তি, নানা যন্ত্রনা। এখানে ছবির জীবন যেন তিনতলার ঐ ঘরটির

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 35
Website: https://tirj.org.in, Page No. 262 - 267
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

সীমার মধ্যে আবদ্ধ। তার জীবনের সমস্ত কিছু এই সীমারেখার সীমায় আবদ্ধ হয়ে গেছে। আলোচ্য গল্পটিতে ছবির চরিত্রের মধ্য দিয়ে ধৈর্য্য, স্থিরতা, অপমান, যন্ত্রণা সহ্য করার অসাধারণ মানসিক দৃঢ়তা প্রকাশ পেয়েছে। আশাপূর্ণা দেবীর লেখনীর নৈপুণ্যের মাধ্যমে ছবি চরিত্রটি নারীসত্তার এক অনন্য মাত্রা পেয়েছে।

'ক্যাকটাস' গল্পে ভারতী চরিত্রের মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে পুরুষ জাতীর অর্থহীন অহমিকার বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদ। ভারতী ও শিশিরের সংসারে বাঁধ সাধলো ভারতীর চাকরিজীবন। ভাড়া বাড়িতে থাকার সময় গার্লস কলেজের সুপারিনটেনডেন্ট পদে নিযুক্ত থাকায় ভারতী থাকার জন্য এটি কোয়ার্টার পায়। কিন্তু সেই কোয়ার্টারে থাকতে শিশিরের অর্থহীন পৌরুষত্বে ঘা লাগে। এই গল্পে দেখা যায় পুরুষজাতি কখনও স্ত্রীর পদমর্যাদায় খুশি থাকে না, ভারতী তার স্বামীর নকল প্রেষ্টিজের মুখোশ খুলে দিতে চাইছিল, ভারতী মনে মনে বলে,

"ও তুমি পুরুষ বলে একেবারে রাজা হয়ে গেছ।"[৫]

গল্পের শেষে ভারতীকে বলতে শোনা যায়, -

"কাজটা আমি নেবই। ...আমি আমার ভবিষ্যৎ ঠিক করে ফেলেছি" [৬]

এখানে এক স্বাধীনচেতা নারীর অহমিকাময়ী পৌরুষত্বের বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে। আশাপূর্ণা দেবী ভারতী চরিত্রকে গড়ে তুলেছে নারী জাতির মডেলের রূপে। 'ইজ্জত' গল্পে আশ্রয় হারা বস্তির মেয়ের প্রতিবাদের কাহিনী মুখরিত হয়ে উঠেছে যেমনভাবে, ঠিক তেমনি সুমিত্রার আশ্রয়হারা মেয়েকে আশ্রয় দিতে চাইলে তার কথা সংসার সমাজে গ্রাহ্য হয়নি। বস্তির মেয়ের মুখে শোনা গেছে সোচ্চার প্রতিবাদ -

"বাবুদের কাছে ছোটলোকের মেয়ের ইজ্জতের কোন দাম নেই।"[৭]

এ যেন অসহায় মেয়ের সমাজের কাছে সোচ্চার প্রতিবাদ আর সংসার সমাজের সুমিত্রার অসহায়তার চিত্র বর্ণিত হয়েছে। 'আবেদন' গল্পের মধ্যে তেরো বছরের বিধবা মেয়ের জীবনের অন্ধকার, সবকিছু থেকে পরিত্যাজ্য হওয়ার করুণ কাহিনী বর্ণিত। কিন্তু লেখিকা এখানেই গল্পের ইতি টানেননি, এই অসহায় মেয়েটিকে বাঁচার পথ খুঁজে দিয়েছিলেন। আশাপূর্ণা দেবী তাঁর লেখনীর মধ্য দিয়ে নারী জাতিকে না জানার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। নারী জীবনের অন্তরলোকের সন্ধান পাওয়া যায় আশাপূর্ণার গল্পের মধ্য দিয়ে। তিনি তার নারী চরিত্রগুলির মধ্যে বলতে চেয়েছিলেন পুরুষের তৈরি সৃষ্ট পথ নারীর পথ নয়, নারীরা পারে নিজের পথ নিজে তৈরি করতে। তারা সক্ষম এবং সক্রিয়। এছাড়াও আশাপূর্ণা দেবীর অন্যান্য ছোটগল্প 'খাঁচা', 'অহমিকা', 'নিরাশ্রয়', 'দিন আর রাত্রি' প্রভৃতি ছোট গল্পের মধ্য দিয়ে ব্যক্তি স্বাতন্ত্রে নারীর পৃথক সত্তাকে তুলে ধরেছেন।

রক্ষণশীল সমাজে জন্মগ্রহণ, রক্ষণশীল পরিবারে বিয়ে হওয়া সত্ত্বেও আশাপূর্ণা দেবীর মন ছিল স্বাধীন, কুসংস্কার মুক্ত। আশাপূর্ণার গল্পে নায়কই হলেন নারী চরিত্র। আশাপূর্ণা দেবীর লেখার জগত নিজের ব্যক্তিগত জগৎ নয়, এই জগৎ আমাদের গৃহ জগতের সাদৃশ্য স্বরূপ। লেখিকা তাঁর সৃষ্ট নারী চরিত্রগুলিকে পুরুষের তৈরি বেড়াজালের বাইরে বের করতে চেয়েছিলেন। তাঁর প্রত্যেকটি রচনা পুরুষতন্ত্রের সাথে নারী সমাজের স্বাধীনতার লড়াই, এ লড়াই যেন আমাদের লড়াই। অনেক বিরূপ সমালোচনার দ্বারা তাকে বিদ্ধ করার চেষ্টা করা হয়েছিলেন, 'রান্নাঘর লেখক' রূপে। তাঁর রচনা নাকি এই রান্না ঘরের চৌহদ্দির বাইরে বেরোতে পারে না। কিন্তু এসব তুচ্ছ সমালোচনা এই কিংবদন্তি লেখিকাকে স্তব্ধ করতে পারেনি, পারেনি তাঁর লেখনি ধারার ইতি টানতে। বৈদিক যুগে আমরা জেনেছি বিদূষী রমণীদের কথা, তাদের ষোল কলায় পারদর্শীতার কথা। কিন্তু সমাজের অগ্রগমনে নারীর সেই বিদুষী ভাব যেন কোথায় হারিয়ে গেল। হিন্দু, মুসলিম রমনীদের হাতে কেউ যেন শিকল পরিয়ে দিল। সমাজ যত উন্নয়নের পথে এগিয়েছে নারীর ক্ষমতা, স্বাধীনতা ততটাই সংকুচিত হয়েছে। ভারতবর্ষের অনেকে মহিষী, গুণী বুদ্ধিশীল ব্যক্তি নারীর ক্ষমতায়নের প্রসঙ্গকে বারংবার সমাজের কাছে তুলে ধরেছেন। বিবেকানন্দ বলেছিলেন, যে সমাজে নারী জাতির সম্মান নেই, সেই সমাজ কখনও অগ্রসর হতে পারে না। আশাপূর্ণা দেবীর ক্ষুরধার লেখনী ছিল এই নারী জাতিকে নিয়ে। লেখিকার লেখনী অনুযায়ী বলা যায় সংসার মানুষকে

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 35
Website: https://tirj.org.in, Page No. 262 - 267
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বিশেষত মেয়ে মানুষকে চেপে পিষে ফেলে, তার যা কিছু মাধুর্য্য কোমলতা ধীরে ধীরে সব ক্ষয়ে গিয়ে ধুলোবালিতে পরিণত হয়ে যায়। প্রত্যেক লেখক লেখিকার রচনা শৈলীর ধারা ব্যক্তিভেদে স্বতন্ত্র্য হয়ে থাকে। আশাপূর্ণা দেবীর লেখা সৃষ্ট নারীগণ বাস্তব জগতের অনেক নারীর জীবনের জ্বলন্ত দলিল, নারীর চাপা পড়া পৃথক কণ্ঠস্বরকে আশাপূর্ণা দেবী মূর্ত করেছেন তাঁর রচনায়, এই অসামান্য কিংবদন্তি লেখিকা 'নারী' শব্দের আসল অস্তিত্বকে বুঝিয়েছেন। বর্তমান যুগের সবার ভাষ্য মতে নারীরা স্বাধীন। নারীরা নিজে কতটা স্বাধীন? এই প্রশ্নের উত্তর মিলবে আশাপূর্ণা দেবীর রচনায়।

Reference:

১. দেবী, আশাপূর্ণা, 'প্রথম প্রতিশ্রুতি', মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, পঞ্চান্ন মুদ্রণ, মাঘ, ১৪১৫, পৃ. ৭৩
২. তদেব, পৃ. ২১৪
৩. দেবী, আশাপূর্ণা, 'সুবর্ণলতা', মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, প্রথম প্রকাশ, চৈত্র, ১৩৭২, চয়নিকা প্রেস, পৃ. ৩২৬
৪. দেবী, আশাপূর্ণা, 'বকুলকথা' মিত্র ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, প্রথম প্রকাশ, চৈত্র, ১৩৬০, চয়নিকা প্রেস, পৃ. ২৭৮
৫. দেবী, আশাপূর্ণা, পঞ্চাশটি প্রিয়গল্প, সাহিত্যম, গ্রন্থনা সমরেন্দ্র দাস, সম্পাদনা নুপুর গুপ্ত, নির্মল বুক এজেন্সি, পৃ. ১৭৪
৬. তদেব
৭. করিম, মীর রেজাউল, মোনাব মন্ডল, নির্বাচিত বাংলা ছোটগল্প : বিষয় ও নির্মাণের স্বাতন্ত্র্য, প্রথম প্রকাশ, ৩ জুন, ২০১৮, দিয়া পাবলিকেশন, পৃ. ৩১৬

Bibliography:

বন্দ্যোপাধ্যায়, কল্যাণী, নারীরা আছে যেখানে দাঁড়িয়ে অন্ধকারে আলোর দিশা, কলকাতা, মিত্রম, ২০১২
মুখোপাধ্যায়, অরুন কুমার, সম্পাদিত, একুশটি বাংলা গল্প, (নির্বাচিত গল্প) 'সীমারেখার সীমা', ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইন্ডিয়া, নয়া দিল্লি, একাদশ পূর্ণমুদ্রণ, ২০১২
বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রী কুমার, বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, কলকাতা, মর্ডান বুক এজেন্সি, প্রথম প্রকাশ মাঘ, ১৩৪৫ মদ্রিত
ভট্টাচার্য, তপোধীর, আশাপূর্ণা, নারী পরিসর, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, জানুয়ারি ২০১৯, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলকাতা ০৯
চট্টোপাধ্যায়, ড. তারকনাথ, আশাপূর্ণার ছোটগল্প, নীরব প্রতিবাদের সরব কাহিনী', scholar publication volume ix, issue -iv, July 2023 Karimganj Assam, www.ijhss.com
সাহা, অভিজিৎ, 'ছোটগল্পকার আশাপূর্ণা দেবী', 'তার সীমারেখার সীমা গল্পে নারীর জীবনভাষ্য,' Department of Bengali Karimganj college, volume-iii, issue-i, July 2019 Karimganj Assam, www.thecho.in